যুগান্তর

তারিখ : 17 OCT 2015
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৩ ...

যশোর পুলিশ লাইন মাধ্যমিক বিদ্যালয়

শিক্ষকদের গাইডনির্ভরতায় ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষার্থীরা

ইন্দ্রজিৎ রায়, *যশোর ব্যুরো*

শিক্ষার্থীদের মেধা বিকাশে সৃজনশীল পদ্ধতি চালু হলেও শিক্ষকরা প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও পাঠদানে গাইডনির্ভর হয়ে পড়ছেন। শিক্ষকদের এই গাইডনির্ভরতায় শিক্ষার্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। পাশাপাশি শিক্ষকরাও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। গাইডনির্ভরতায় সৃজনশীলে দক্ষ শিক্ষকের সংকট প্রকট আকার ধারণ করেছে। শিক্ষকরা পাঠদানের পূর্বপ্রস্তুতি হিসেবে নিজেরা পড়াশোনা করেন না। তারা গাইড থেকে হুবহু প্রশ্ন তৈরি করেন। এতে শিক্ষার্থীরাও বাজারের গাইড বই কিনছে দেদারসে। এ ছাড়া রয়েছে মেধাবী শিক্ষকের অভাব, অবকাঠামো উন্নয়ন ও

শিক্ষার্থীরা : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

শিক্ষার্থীরা : ক্ষতিগ্রস্ত

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

উপকরণের অভাব। সৃজনশীল পদ্ধতির উন্নয়নে এসব সমস্যার সমাধান জরুরি বলে মনে করেন যশোর পুলিশ লাইন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা।

১৯৫২ সালে প্রতিষ্ঠিত এ বিদ্যালয়ের ৯১০ জন শিক্ষার্থীর জন্য ২৯ জন শিক্ষক রয়েছেন। এর মধ্যে মাত্র একজন মাস্টার ট্রেইনার। বাকিরা স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবদুল আজিজ জানান, সৃজনশীলের মতো একটি নতুন পদ্ধতি বাস্তবায়নে যোগ্য শিক্ষক খুব জরুরি। মেধাবীদের শিক্ষকতার পেশায় আনার পরিবেশ সৃষ্টি করে প্রশিক্ষণ দিয়ে সৃজনশীল পদ্ধতি চালু করা উচিত ছিল। নিবেদিত ও মেধাবীদের খুব বেশি শিক্ষকতা পেশায় আনা যায়নি। ফলে পাঠদান, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও খাতা মূল্যায়ন যথাযথভাবে হচ্ছে না।

তিনি আরও বলেন, সৃজনশীল পদ্ধতি চালু হলেও বদল হয়নি পরীক্ষা পদ্ধতি। প্রত্যেক উপজেলায় স্বতন্ত্র পরীক্ষা কেন্দ্র চালু করা দরকার। এতে বৈষম্য কমবে।

শিক্ষকদের গাইডনির্ভরতার কথা উল্লেখ করে সহকারী শিক্ষক ও বাংলার মাস্টার ট্রেইনার জগদীশ চন্দ্র বসু বলেন, এতে শিক্ষার্থীদের চেয়ে শিক্ষকরাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। একজন শিক্ষকের পাঠদানের আগে নিজের যে প্রস্তুতি নেয়া দরকার সেটি লক্ষ্য করা যায় না। বেশিরভাগ শিক্ষক গাইড থেকে হুবহু প্রশ্ন তৈরি করছেন। যে গাইড বই থেকে প্রশ্ন তৈরি করা হয় শিক্ষার্থীরা বাজারে গিয়ে সেই বই কিনে নিচ্ছে। কিন্তু বোর্ড পরীক্ষায় যখন গাইডের বাইরে থেকে প্রশ্ন আসে তখন ছেলেমেয়েরা উত্তর করতে পারছে না। তিনি আরও বলেন, পরীক্ষার খাতা মূল্যায়নে আরও দক্ষ শিক্ষকদের নিয়োগ দিতে হবে।

সহকারী শিক্ষক (গণিত) ইসহাক আলী বলেন, সৃজনশীল পদ্ধতিতে গণিতের সিলেবাস বেড়েছে। জ্যামিতি অংশে দুটি প্রশ্ন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এ জন্য শিক্ষার্থীদের পক্ষে উত্তর করা কঠিন হয়ে যায়। গণিতের ভীতি সব সময়ই ছিল। সৃজনশীলে কম মেধাবীদের অসুবিধা বেশি হয়।

বিজ্ঞানের প্রশ্নপত্র প্রণয়নে ত্রুটির কথা উল্লেখ করে সহকারী শিক্ষক শংকর কুমার বিশ্বাস বলেন, মাধ্যমিকের প্রশ্নে উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক পর্যায়ের সূত্র তুলে দিয়ে প্রশ্ন করা হয়। এতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের উপরের ক্লাসের বই অনুসরণ করতে হয়। মূল বইয়ের তথ্য অনুসারে সৃজনশীলের প্রশ্নপত্র প্রণয়ন হচ্ছে না। এ জন্য শিক্ষার্থীরা গাইড বইয়ের দিকে ঝুঁকছে।

শিক্ষার্থী তাসনিম আহমেদ অন্তু বলে, 'ক্লাসে ভালোভাবে বুঝতে পারি না। তাই গাইড বই কিনতে হয়। বিদ্যালয়ের একাধিক শিক্ষার্থীর অভিভাবক জানান, সৃজনশীলে শিক্ষকদের অনেকেই গাইডনির্ভর হয়ে পড়েছেন। ফলে শিক্ষার্থীরাও সেদিকে ঝুঁকে পড়ে। এ ছাড়া কোচিং বাণিজ্যের জন্য অনেক শিক্ষক ক্লাসে মনোযোগী হন না।

কাল ছাপা হবে : খুলনা জিলা স্কুল